অধ্যায় ৪ : পদাবলি সাহিত্য- ২

বিন্যাসক্রম

৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

৪.২ পরিচিতি

৪.৩ মূল পাঠ- রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।

৪.৩.১. শব্দার্থ

৪.৩.২ সরলার্থ

৪.৩.৩ ভাব সৌন্দর্য ও কাব্য সৌন্দর্য

৪.৪ মূল পাঠ- এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।

৪.৪.১ শব্দার্থ

৪.৪.২ সরলার্থ

৪.৪.৩ ভাব সৌন্দর্য ও কাব্য সৌন্দর্য

৪.৫ অধ্যায় সংক্ষেপ

৪.৬ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

৪.৭ অতিরিক্ত পঠন

৪.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

৪.৯ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টিতে জ্ঞানদাস ও বিদ্যাপতির দুটি উৎকৃষ্ট পদের সম্পর্কে জানতে পারবেন।

- পদগুলি পাঠের সূত্রে মাথুর, পূর্বরাগের সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে।
- পদগুলির কাব্যগুণ সম্পর্কে তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পরিচয় পাবেন।

৪.২ পরিচিতি

বৈষ্ণব পদকারেরা বিভিন্ন পর্যায়ের বৈষ্ণব পদ রচনা করেছেন। বৈষ্ণব পদাবলির পর্যায়গুলির মধ্যে দুটি অন্যতম পর্যায় হল- পূর্বরাগ, মাথুর। প্রেমের পূর্ব পর্যায়ে কাঙ্ক্ষিত নায়ক বা নায়িকার যে আকুতি তা-ই হল পূর্বরাগ। পূর্বরাগ বিভিন্ন রকমের হতে পারে যেমন দর্শনজাত পূর্বরাগ, শ্রবণজাত পূর্বরাগ ইত্যাদি। এই পর্যায়ের একজন বিখ্যাত কবি জ্ঞানদাস। অন্যদিকে মাথুর পর্যায়ের পদে নায়ক বা নায়িকার বিরহকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই পর্যায়ের একজন অন্যতম কবি বিদ্যাপতি। উল্লিখিত এই দুই কবির দুটি উৎকৃষ্ট পদ এই অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

৪.৩ মূল পাঠ-

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।

কবি: জ্ঞানদাস

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।।
সই, কি আর বলিব।
যে পণ কর্যা মনে সেই সে করিব।।
রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি টুটে।
বল কি বলিতে পারি যত মন উঠে।।
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা।।
হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু-ধার।
লহু লহু হাসে পহু পিরীতির সার।।
গুরু গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে।
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার।।
ঘরের যতেক সবে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজ-ঘরে ভেজাই আগুনি।।

৪.৩.১. শব্দার্থ: লাগি- জন্য। আঁখি ঝুরে- চোখ দিয়ে জল ঝরে। ভোর- বিভোর। কান্দে- কাঁদে। মোর- আমার। হিয়ার- হৃদয়ের। পরশ- স্পর্শ। পরাণ- প্রাণ। পিরীতি- প্রেম। থির নাহি বান্ধে- স্থির হয় না। পণ- প্রতিজ্ঞা। করছি- করেছি। হিয়ার- হৃদয়ের। আরতি- আকাঙক্ষা। টুটে- ভেঙে যাওয়া। দরশ- দেখা। পরশ- স্পর্শ করা। আউলাইছে- আকুলায়িত হচ্ছে। মধু-ধার- মধুর ধারা। লহু লহু- অল্প অল্প। পহু- প্রভু। পিরীতির সার- প্রেমের প্রধান বস্তু। গুরু গরবিত- গুরুজন ও পূজনীয়জন। পুরয়ে- পরিপূর্ণ হওয়া।

তনু- দেহ। পরসঙ্গে- প্রসঙ্গে। পুলক- রোমাঞ্চ। পরকার- প্রকার। অনিবার- অবিরত। লাজ-ঘরে- লজ্জা গৃহে। ভেজাই- দিই। আগুনি- আগুন।

৪.৩.২. সরলার্থ: কৃষ্ণের রূপ দর্শনের জন্য রাধিকার দু'চোখ বেয়ে জল ঝরে, কৃষ্ণের গুণে বিভোর তিনি। কৃষ্ণের প্রতি অঙ্গের সঙ্গে শ্রীমতীর প্রতি অঙ্গ মিলন আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল। কৃষ্ণের হৃদয় স্পর্শের জন্য তাঁর হৃদয় কেঁদেই যায়, হৃদয়ের প্রেম তাঁর এমনই অস্থিরমতী। কৃষ্ণপ্রেমের মহত্ত্বের কথা চিন্তা করে সখিকে বলছেন, তিনি যা প্রতিজ্ঞা করেছেন এখন তাই পালন করবেন। কৃষ্ণ রূপ দর্শনের জন্য হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। তাঁর আশ্চর্য সুন্দর রূপ ঐশ্বর্যের কথা রাধিকা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছেন না। তাঁকে দর্শন আর স্পর্শের জন্য শ্রীমতীর সমস্ত শরীর আকুলায়িত হয়ে আছে। কৃষ্ণের হাসির মধ্যে মধুর ধারা বয়ে যায় প্রেমের সার তত্ত্ব তাঁর ওই মৃদু হাসিই বলে দেয়। গুরুজনা ও পূজনীয়জনের মধ্যে ও সখীদের দ্বারা আবেষ্টিত হয়ে থাকেন তখন শ্যামের প্রসঙ্গে কোনও কথা শুনলে রোমাঞ্চে তাঁর সমস্ত শরীরে শিহরণ খেলে যায়। সেই রোমাঞ্চ ঢাকা দেবার জন্য তখন তিনি হাজার ছলের আশ্রয় নেন। আর অনিবার দু'নয়নের ধারা বয়ে যায়। রাধার এই সব আচরণ লক্ষ্য করে ঘরের সকলে কানাকানি করে। জ্ঞানদাস বলেন, লজ্জা গৃহে আগুন লাগিয়ে দিয়েই কৃষ্ণকে পাওয়া যায়।

৪.৩.৩ ভাব সৌন্দর্য ও কাব্য সৌন্দর্য: রাধা ও কৃষ্ণ জ্ঞানদাসের কাছে যেন একাত্ম হয়ে আছেন। জ্ঞানদাসের রাধা সখীকে জানিয়েছেন-

'শিশুকাল হইতে
বঁধূর সহিতে
পরাণে পরাণে নেহা।
না জানি কি লাগি
কো বিহি গড়ল
ভিন ভিন করি দেহা।'

বরাবরই তিনি রূপের পূজারী- 'রূপ দেখি হিয়ার আরতি নাহি ছুটে'-এর সগোত্রীয় লাইন জ্ঞানদাসের অন্য পূর্বরাগের পদেও মেলে-

'রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।।'

সর্বদাই কৃষ্ণের রূপ দর্শন করতে চান শ্রীমতি। রাধা যেন এখানে সম্পূর্ণ ভাবে মানবীয় হয়ে উঠেছেন। কিশোরী নারীর চরিত্র ব্যাখ্যাই যেন কবির মুখ্য উপজীব্য বিষয় হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন, "সেদিন রাধিকার ছবির পিছনে কবির চোখের কাছে কোনো একটি মেয়ে ছিল। ভালবাসার কুঁড়ি ধরা তার মন, মুখচোরা সেই মেয়ে, চোখে কাজল পরা, ঘাট থেকে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি চলা। সে মেয়ে আজ নেই। আছে শাঙন ঘন, আছে সেই স্বপ্ন আজো সমানই।" তাই জ্ঞানদাসের রাধিকা আজও জীবন্ত।

আলোচ্য পদটির প্রথম চার ছত্র বাংলা সাহিত্য কেন বিশ্ব সাহিত্যেরও সম্পদ। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক শঙ্করী প্রসাদ বসুর অভিমত হল, "অনন্ত বাসনার অনন্ত হাহাকার মাত্র চার ছত্রের মধ্যে যে ভাবে ধরা পড়িয়াছে, তেমন মহাবিস্ময় কাব্যেতিহাসে অল্পই ঘটিয়াছে। নিখিল মানবের বেদনা কোনো একটি ক্ষুদ্র মানবকণ্ঠে উৎসারিত হওয়া সম্ভব, একথা কি বিশ্বাস করিত যদি ঐ অসম্ভব আর্ত কয়েকটি পয়ার ছত্র উপস্থিত না থাকিত!" কৃষ্ণপ্রেম'ই রাধার কাছে জগতের সার বস্তু। শয়নে স্বপনে উঠতে বসতে কৃষ্ণই তাঁর সঙ্গী। তবু 'প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।' তাঁর দেহের সর্বাঙ্গ কৃষ্ণের প্রতি অঙ্গের সঙ্গে মিলনের জন্য উন্মুখ। কৃষ্ণ প্রেমে উন্মত্তা শ্রীরাধিকা। শরীরের সর্বত্র শিহরণ, রোমাঞ্চ। এ প্রেম ব্যাধি, উন্মাদনা, মোহ। 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে বৈষ্ণব আচার্য শ্রীরূপ গোস্বামী লিখেছেন-

"লালসোদ্বেগো জাগর্যাতানবং জড়িমাত্রতু।
বৈয়াং ব্যাধিরুন্মাদো মোহো মৃত্যুর্দশা দশ।।"

লালসা, উদ্বেগ, জাগরণ, দুর্বলতা, জ্ঞানলোপ, বিবেচনা লোপ, ব্যাধি, মোহ, মৃত্যু-পূর্বরাগে নায়িকার এই দশটি দশা দেখা যায়। তাই তো শ্রীমতী সখীদের কাছে বলেন- 'যে পণ কর্যাছি মনে সেই সে করিব।।' জগতের সব সৌন্দর্যের আধার হল কৃষ্ণ। কৃষ্ণ ছাড়া জগত অসুন্দর। তাই সেই সুন্দরের আরাধনায় শ্রীমতি বলেন-

'দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ পরশ লাগি আউলাইছে গা।।'

দর্শন ও স্পর্শ অনুভূতির জন্য আকুলায়িত হচ্ছেন শ্রীমতী। এমন প্রেমের তুলনা জগতে মেলা ভার-

'এমন পিরীতি কভু দেখি নাই শুনি।'

(চণ্ডীদাস) রাধার এই অবস্থা দেখে পরিজনেরা কত কথা বলে কিন্তু প্রেমের ঠাকুরের মৃদু মৃদু মধু মিছরি হাসি তাঁর হৃদয়ে যখন ভূমিকম্প ঘটায় তিনি কি আর স্থির থাকতে পারেন।

ভাব ও ভাষার জন্য পদটি চিরকাল অমর হয়ে থাকবে। ধীরলয়ে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের অন্তর্গত পয়ারে লেখা। যেমন-

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।।"

শ্রীকৃষ্ণের নিবিড় রূপদর্শনের অনুভূতির কথা রাধা সখির কাছে ব্যাখ্যা করেছেন। কৃষ্ণের রূপদর্শনে রাধিকার দু'নয়ন দিয়ে জলের ঝরনা বয়ে গেছে। বিভোর হয়েছে তাঁর হৃদয়-মন। কৃষ্ণের প্রতিটি অঙ্গের আকর্ষণ রাধিকার প্রতিটি অঙ্গ অনুভব করেছে। চণ্ডীদাসের রাধা বলেছে, 'নাম-পরতাপে যার ঐছন করল গো। অঙ্গের পরশে কিবা হয়।' কৃষ্ণের হৃদয়ের স্পর্শ পাবার জন্য জ্ঞানদাসের রাধা অস্থির হয়ে উঠেছেন। কৃষ্ণের রূপ সুধা বারবার অন্তরে অনুভব করেও তৃপ্তি হয়নি শ্রীমতির। জ্ঞানদাস 'পূর্বরাগ' পর্বের অন্য একটি পদে জানিয়েছেন-

'রূপের পাথারে আঁখি ডুবি সে রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল।।'

বস্তুত কৃষ্ণের রূপদর্শনে রাধার হৃদয়ে যে অনির্বচনীয় ভাব জেগে উঠেছে আলোচ্য চার ছত্রে তাই ধরা পড়েছে। কৃষ্ণের রূপসাগরে ডুব দিয়েছেন রাধা, তবু তল খুঁজে পাননি। রাধার অসীমের প্রেম অনুভূতি মিলে গেছে যেন লৌকিক প্রেম অনুভূতির মধ্যে। ভাব ভাষা আবেগ পাঠকের মনে ছড়িয়ে দিয়েছে অনির্বচনীয় অনুভূতি। রোমাণ্টিকতার সম্যক প্রকাশ ঘটেছে এখানে।

✍ অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'ক'

১। 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।' পদটি নিজের ভাষায় ব্যক্ত করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৪.৪ মূলপাঠ

'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর'

কবি- বিদ্যাপতি

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর
মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।।
ঝম্পি ঘন গর
জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন
কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া।।
কুলিশ শত শত
পাত মোদিত
ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী
ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।।
তিমির দিগ ভরি
ঘোর যামিনী

অথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহ
কৈছে গোঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া।।

৪.৪.১ শব্দার্থ: হামারি- আমার। ওর- সীমা। বাদর- বাদল। মাহ- মাস। ভাদর- ভাদ্র। শূন্য মন্দির- ফাঁকা গৃহ। মোর- আমার। ঝম্পি- কেঁপে। ঘন- মেঘ। গরজন্তি- গর্জন করেছে। সন্ততি- সবসময়। ভরি- ভরে। ভুবন- পৃথিবী। বরিখন্তিয়া- অবিরত বর্ষণে। কান্ত- প্রিয়তম। পাহুন-প্রবাসী। কাম-প্রেমের দেবতা বামদেব। দারুণ- ভয়ঙ্কর ভাবে। সঘনে- ঘন ঘন। খর- তীক্ষ্ণ। শর- তীর। হন্তিয়া- ছুঁড়ছেন। কুলিশ- বজ্র। পাত- পতিত হওয়া। মোদিত- আনন্দিত। নাচত- নাচছে। মাতিয়া- মেতে ওঠা। মত্ত- উন্মত্ত। দাদুরী- ব্যাঙ। ডাহুকী- ডাকপাখি। ফাটি- ফেটে। যাওত- যাচ্ছে। ছাতিয়া-ছাতি বা বুক। তিমির- অন্ধকার। দিগভরি- চারপাশে। ঘোর- গভীর। যামিনী- রাত্রি। অথির- অস্থির। বিজুরিক- বিদ্যুৎ। পাঁতিয়া- সারি। কৈছে- কিরূপে। গোঙায়বি-কাটাবি। হরি-কৃষ্ণ। বিনে-ছাড়া। রাতিয়া-রাত্রি।

৪.৪.২ সরলার্থ: রাধিকা সখিকে বলছেন যে, তাঁর দুঃখের শেষ নেই। ভরা বৃষ্টি, ভাদ্রমাস অথচ এমন দিনেও শ্রীমতীর প্রিয়তম তাঁর গৃহে নেই। মেঘ ঝাঁপিয়ে পড়েছে, গর্জন করছে আকাশ, সমগ্র পৃথিবী বৃষ্টিতে ভরে যাচ্ছে; শ্রীমতীর প্রিয়তম কিন্তু প্রবাসী-এদিকে কামদেব ঘন ঘন প্রেমের তীর নিক্ষেপ করেই চলেছেন। শত শত বজ্রপাত হচ্ছে। উন্মাদের মতো নাচছে ময়ূর। আনন্দে ব্যাঙ উন্মত্ত হয়েছে, ডাকছে ডাকপাখি আর শ্রীমতীর বুক যেন ফেটে যাচ্ছে। চারপাশের ঘোর অন্ধকার রাত্রির মধ্যে অস্থির বিদ্যুৎ সারিবদ্ধভাবে চমকে যাচ্ছে। বিদ্যাপতি বলছেন, কৃষ্ণকে ছেড়ে শ্রীমতী এমন দিন রাত্রি কেমন করে কাটাবেন।

৪.৪.৩ ভাবসৌন্দর্য ও কাব্য সৌন্দর্য: কবিতায় কবি বর্ষার সজল চিত্র আঁকতে গিয়ে, ভাদ্রমাস, মেঘ গর্জন, ভুবন ব্যাপী কেঁপে আসা বৃষ্টি, বিদ্যুতের চমক আর তার মধ্যে দুঃখিনী রাধিকার বেদনাকে ফুটিয়া তুলেছেন। এমন বর্ষার দিনে রাধিকার প্রিয়তম প্রবাসী। প্রকৃতির অনুভূতি, প্রেমের অনুভূতিকে দ্বিগুণ করেছে,-

'ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন
কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া।।'

রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গানে আছে-

'সেদিন এমনি মেঘের ঘটা রেবানদীর তীরে,

এমনি বারি ঝরেছিল শ্যামল শৈলশিরে
মালবিকা অনিমিখে চেয়ে ছিল পথের দিকে;
সেই চাহনি এল ভেসে কালো মেঘের ছায়ার সনে।।'

পদটিতে বর্ষার প্রচ্ছদপটে আছে রাধার মনোজগতের বেদনা। উত্তাল উদ্দাম বর্ষা। আর তার সঙ্গে ঝড়ো বাতাসে দোলায়িত রাধার মন। কালো অন্ধকার মেঘে বিদ্যুৎ লতা ফুল ছড়ির মতো ছড়িয়ে দিচ্ছে, বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। এ সময় সকলেরই মনেই প্রিয় মিলনের আকাঙ্ক্ষা জাগে-।

'তুমি যদি না দেখা দাও করো আমায় হেলা;
কেমন করে কাটবে আমার এমন বাদল বেলা।' (রবীন্দ্রনাথ)

বিদ্যাপতি লিখেছেন-

'মত্ত দাদুরী
ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।'

এমন দিনে মেঘের গর্জনের মধ্যেই রাধা হয়তো শুনতে পান কৃষ্ণের বংশীধ্বনি, কিন্তু কৃষ্ণ আসে না। একাকী বৃষ্টির শব্দ, মেঘের ডাক, দাদুরীর মত্ততা আর ডাহুকের ডাক নিয়ে শূন্য ঘরে কাটাতে হয় রাধিকাকে। অতুলপ্রসাদ সেন লিখেছেন-।

'ডাকিছি দাদুরী মিলন পিয়াসে'।

বিদ্যাপতি আলোচ্য পদে লিখেছেন-।

'ময়ূর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরী
ডাকে ডাহুকী
ফাটি যাওত ছাতিয়া।।'

কথা ও ধ্বনির এমন সমন্বয় মানুষকে নব অনুভূতির জগতে নিয়ে যায়। পদটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অধ্যাপক শঙ্করীপ্রসাদ বসু লিখেছেন- "ইহার মধ্যে বুক-নিঙড়ানো, প্রাণ নিঙড়ানো যন্ত্রণা নাই, তৎপরিবর্তে-একপ্রকার রসাবেশ আছে। আত্মস্ফূর্তির জন্য মিলনের মদির মুহূর্ত হইতে বিরহের এই মদনার্ত প্রহরের প্রয়োজন বেশী। 'ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি, ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া'-এমন সময়ে মিলনের আশ্লেষ মুগ্ধ রসলীলা একান্তই স্থূল হইয়া আসিত না কি? কবি তাহা চান না। মানব হৃদয়ের একটি বেদনাকে চরম ঐশ্বর্যরূপ দান করিবার জন্য যে মত্ত বর্ষাদিনের প্রয়োজন কবি তাহাকেই গ্রহণ করিয়াছেন, এ বর্ষা 'অবিরল ঝর ঝর জলধার' নয়, নায়িকার চোখে বর্ষাধারা নামে নাই,-তাহার হৃদয়ে বর্ষামঙ্গল হইতেছে।" পদটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন, "বিরহ। সন্ধ্যার অন্ধকারকে যদি কেবল এই বলে কাঁদতে হত যে 'কেমন করে তোর দিনরাত্রি কাটবে', তাহলে সমস্ত রস শুকিয়ে যেত এবং আশার অঙ্কুর পর্যন্ত বাঁচত না। কিন্তু শুধু 'কেমন করে কাটবে' তো নয়, কেমন করে কাটবে হরি বিনে দিনরাত্রিয়া। সেইজন্য 'হরিবিনে' কথাটিকে ঘিরে ঘিরে এত অবিরল অজস্রবর্ষণ। চিরদিন রাত্রি যাকে নিয়ে কেটে

যাবে এমন একটি চিরজীবনের ধন কেউ আছে-তাকে না পেয়েছি নাই পেয়েছি, তবু সে আছে, সে আছে-বিরহের সমস্ত বক্ষ ভরে দিয়ে সে আছে-সেই হরিবিনে কৈসে গোঙায়বি দিন রাতিয়া।" (শ্রাবণসন্ধ্যা/শান্তিনিকেতন)

কবিতায় বর্ষার জল ঝড় মেঘ ও বজ্রপাতের শব্দের সঙ্গে রাধার প্রেম সমুদ্রের উথাল-পাতাল ঢেউ-এর শব্দে মিশে গেছে। আর সেই শব্দের মধ্যে অনুরণিত হয়েছে ব্রজবুলির শব্দকল্প ও আশ্চর্য সুন্দর বৃত্তানুপ্রাসের দোলা। যেমন-।

"ঝম্পি ঘন গর
জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন
কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া।।"

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন 'খ'

১। 'এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।' পদটি নিজের ভাষায় ব্যক্ত করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৪.৫ অধ্যায় সংক্ষেপ

এই অধ্যায়টিতে পূর্বরাগ এবং মাথুর পর্যায়ের দু'টি উল্লেখযোগ্য পদ আলোচিত হয়েছে। জ্ঞানদাসের পূর্বরাগের পদটিতে কৃষ্ণের জন্য রাধার প্রেমাকাঙ্খা প্রকাশ পেয়েছে। অপর বিদ্যাপতির মাথুর পর্যায়ের পদটিতে কৃষ্ণের বিরহে ব্যাথিত রাধার অন্তরবেদনা মর্মস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে।

৪.৬ অধ্যায়টি পাঠ করে আমরা কী শিখলাম

অধ্যায়টি পাঠ করে শিক্ষার্থী—

- পূর্বরাগ ও মাথুর পর্যায় সম্পর্কে ধারণা পেলাম।
- মাথুর ও পূর্বরাগ পর্যায়ের পদের কাব্যিকমূল্য সম্পর্কে ধারণা পেলাম।
- জ্ঞানদাস ও বিদ্যাপতির কবি কৃতিত্ব সম্পর্কে ধারণা পেলাম।

৪.৭ অতিরিক্ত পঠন

- চট্টোপাধ্যায়, অশোক (১৪১৯ বঙ্গাব্দ); বৈষ্ণব পদাবলী; কলকাতা : ইউনাইটেড বুক এজেন্সি।
- বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরন্ময় (১৯৭০); উদ্বাস্তু; কলকাতা : শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড।
- মুখোপাধ্যায়, হরেকৃষ্ণ (১৩৫৩ বঙ্গাব্দ); বৈষ্ণব পদাবলী; কলকাতা : সাহিত্য সংসদ।
- সাহা, ধীরেন্দ্রনাথ (১৯৮৬); বৈষ্ণব পদাবলী : পদ ও পদকার; কলকাতা : ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড।
- সেন, সুকুমার (২০১৫); বৈষ্ণব পদাবলী; নিউ দিল্লী : সাহিত্য অকাদেমি।

৪.৮ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর-সংকেত

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন ‘ক’ ১। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: কৃষ্ণের রূপ দর্শনের জন্য রাধিকার দু’চোখ বেয়ে জল ঝরে, কৃষ্ণের গুণে বিভোর তিনি।..... কৃষ্ণের হাসির মধ্যে মধুর ধারা বয়ে যা, প্রেমের সার তত্ত্ব তাঁর ওই মৃদু হাসিই বলে দেয়।..... জ্ঞানদাস বলেন, লজ্জা গৃহে আগুন লাগিয়ে দিয়েই কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন ‘খ’ ১। নং প্রশ্নের উত্তর-সংকেত: রাধিকা সখিকে বলছেন যে তাঁর দুঃখের শেষ নেই।..... বিদ্যাপতি বলছেন, কৃষ্ণকে ছেড়ে শ্রীমতী এমন দিন রাত্রি কেমন করে কাটাবেন। -এভাবে উত্তর সাজিয়ে লিখুন।

৪.৯ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১। ‘রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর’— পদটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২। ‘এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর’— পদটি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করুন।

*** *** ***